16 DEC 2013
৪ ৭

ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে শিক্ষাব্যবস্থা

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরের স্কুলগুলোর বার্ষিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশ নেয়ার সুযোগ ক্ষীণ হয়ে পড়ার সংবাদ উদ্বেগজনক। নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি), প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হলেও প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়া বাকি পরীক্ষাগুলো কবে নাগাদ শেষ করা যাবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নভেম্বরের মাঝামাঝি মাধ্যমিক স্তরের বার্ষিক পরীক্ষা ও ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় প্রাথমিক স্তরের বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে এগিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু এতেও শেষ রক্ষা হয়নি। হরতাল-অবরোধের মুখে সিডিউল পরিবর্তন করে স্কুলগুলোয় শুক্রবার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছিল। কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ার পর শুক্রবার সংঘটিত সহিংসতায় দেশের, বিশেষ করে রাজধানীর শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়। রোববার অনেক স্কুলেই পরীক্ষার সিডিউল ছিল। কাদের মোল্লার ফাঁসির প্রতিবাদে জামায়াতের ডাকা হরতালের কারণে ওই পরীক্ষা স্থগিত করে শুক্রবার নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও ১৭ ডিসেম্বর থেকে সম্ভাব্য লাগাতার অবরোধের কারণে সে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না বলেই মনে হয়। এ অবস্থায় অনেক স্কুল ২০ ডিসেম্বরের পর আর কোনো পরীক্ষা না নেয়ার চিন্তাভাবনা করছে। জানা গেছে, ওইসব প্রতিষ্ঠান শিশুদের বার্ষিক পরীক্ষা 'প্রমার্জন' করে অটো প্রমোশনের কথা ভাবছে। শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, কোনো প্রতিষ্ঠান যদি সব পরীক্ষা নিতে না পারে এবং পূর্বে গৃহীত পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণী উত্তীর্ণের ব্যবস্থা করে, তাহলে তারা সে সিদ্ধান্তকে নিরুৎসাহিত করবেন না। তবে সব মিলিয়ে দেশের শিক্ষাঙ্গনে যে বিশৃংখল অবস্থা তৈরি হয়েছে, তা থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিতই রয়ে গেল।

বিরাজমান পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ায় ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকরা গভীর দুশ্চিন্তায় কাল কাটালেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে তা স্পর্শ করছে না। একটি জাতির ভবিষ্যৎ বিনষ্টকারী হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি থেকে তারা বেরিয়ে এসে সমস্যা সমাধানের বিকল্প কোনো পন্থা অন্বেষণ করছেন না। জাতি হিসেবে এটা আমাদের জন্য খুবই লজ্জা ও গ্লানির। নতুন প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান বিশৃংখল অবস্থার দ্রুত অবসান ঘটানো উচিত। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থাও নির্বিঘ্ন রাখা যাচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের ক্ষতি ও হয়রানি থেকে বাঁচাতে রাজনীতিকরা হরতাল ও অবরোধের মতো আত্মঘাতী কর্মসূচি পরিহার করে [illegible] একটা সমাধানে পৌঁছবেন— এটাই প্রত্যাশা।